877
1967

১। সোনালী প্রোডাকসন্স পরিবেশিত (কলিকাতা)

সুচিত্রা সেন অভিনীত

—জীবন স্বপ্ন—

পরিচালনা—অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত—তারাপদ লাহিড়ী

★

২। সোনালী প্রোডাকসন্সের

নতুন জীবন

(সমাপ্তপ্রায় চিত্র)

চিত্রনাট্য—শান্তিরঞ্জন দে

পরিচালনা—বেণু দাস সঙ্গীত—সত্যজিৎ মজুমদার

সম্পাদনা—রাজেন চৌধুরী

★

৩। সোনালী পিকচার্স পরিবেশিত

আশীর্ব্বাদ

(সেন্সার্ড)

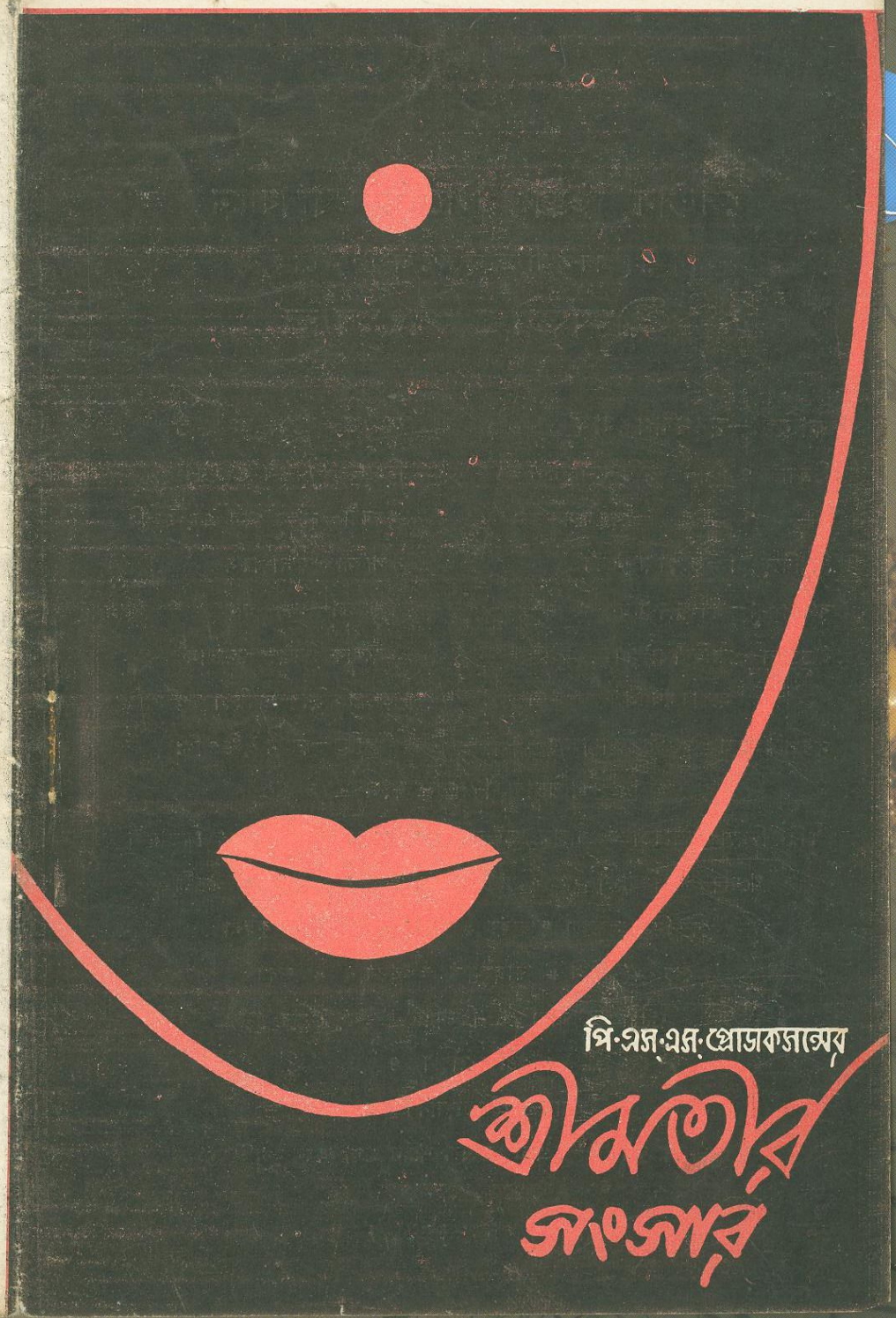

লোটাস্ ডিস্ট্রীবিউটার্সের তত্ত্বাবধানে

পি এস্ এস প্রোডাক্সন্সের নিবেদন

শ্রীমতীর সংসার

কাহিনী—সুমথনাথ ঘোষ

চিত্রনাট্য ও সংলাপ—শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
—বেনু দাস

শিল্পনির্দ্দেশনা—ভূপেন মজুমদার

ব্যবস্থাপনা—জগবন্ধু মুখার্জি

গীতরচনা—মোহিনী চৌধুরী
সন্তোষ মুখার্জি

নৃত্যপরিকল্পনা—জয়দেব চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত—খগেন দাশগুপ্ত

চিত্রগ্রহণ—সন্তোষ গুহরায়

শব্দযন্ত্রী—নৃপেন পাল এম্-এস-সি

সম্পাদনা—নানা বোস

রূপসজ্জা—গণেশ দাস

আলোক নিয়ন্ত্রণ—গোপাল

প্রচার সচিব—ওমবিকা গুপ্ত

স্থিরচিত্র—বেঙ্গল ষ্টুডিও লিঃ

পরিচালনা—বেনু দাস

চরিত্র চিত্রণে—চন্দ্রাবতী * ধীরাজ ভট্টাচার্য্য * রেণুকা * নৃপতি * নিভাননী
প্রমোদ * মিনাক্ষী * বিমান * কল্যাণী * জীবন * গীতশ্রী
বেনু মিত্র * তারা * সুব্রত * কমলা * তারক * কুন্তলা
বেচু * লিলি * রাজকুমার * জয়নাল * ভূধর
গৌরী * নানা * বিশ্বনাথ * অপূর্বকুমার
পার্বতী চৌধুরী ও
নবাগতা প্রমিতা দাস বি, এ,

নেপথ্যে কণ্ঠদান—সুপ্রভা সরকার, শচীন গুপ্ত, অমল মুখার্জি

সহকারীগণ—

চিত্রগ্রহণে	: দীনেশ গুপ্ত মধু	শব্দযন্ত্রে	: মানস মুখার্জি শশাঙ্ক
বহির্দৃশ্য	: সমীর দত্ত	শিল্পনির্দ্দেশনায়	: সুবোধ দাস অনিল পাইন
ব্যবস্থাপনায়	: রমাপ্রসাদ মুখার্জি বিজয়কৃষ্ণ দে	রূপসজ্জায়	: শঙ্কর
সঙ্গীত পরিচালনায়	: নির্মলেন্দু বিশ্বাস ধীরাজ সেনগুপ্ত	আলোক নিয়ন্ত্রণে	: সতীশ রামপদ, শৈলেন জগন্নাথ।
সম্পাদনায়	: মধুসুদন ব্যানার্জি শচীন চক্রবর্ত্তী	প্রচারে	: বিনু চাটার্জি

পরিচালন সহকারীতায় : সুনীল ব্যানার্জি, চিররঞ্জন গুহ, অমূল্য রায়, রমেশ কুশারী
সুনীল চক্রবর্ত্তী ও তরুণ লাহিড়ী

রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে আর, সি,এ শব্দযন্ত্রে
বাণীবদ্ধ

পরিস্ফুটন ইউনাইটেড সিনে লেবরটারী

পরিবেশক—

(কলিকাতা) **দীপা পিক্‌চার্স**

(মফঃস্বল) **সোনালী পিক্‌চার্স**

ওরে
জীবন নদীর অকুল পাথারে
ঢেউ চলে সারা বেলা
ঢেউ আসে কুলে কভু
যায় সে অকুলে কভু
কত হাঁসি কত গান
সবই হয় অবসান
শেষ হয় সবি খেলা।
আশা বুকে লয়ে কেউ
বাঁধে হেথা ঘর
আপনারে বলি যারে সে যে হয় পর।
হায় তুলিতে যে ফুল
শুধু কুড়াইল ভুল
এই দুরাশার বালু চরে
কত আশা কেঁদে মরে
রয় শুধু স্মৃতি মেলা
জীবন স্বপন ভেলা।

শ্রীমতীর সংসার

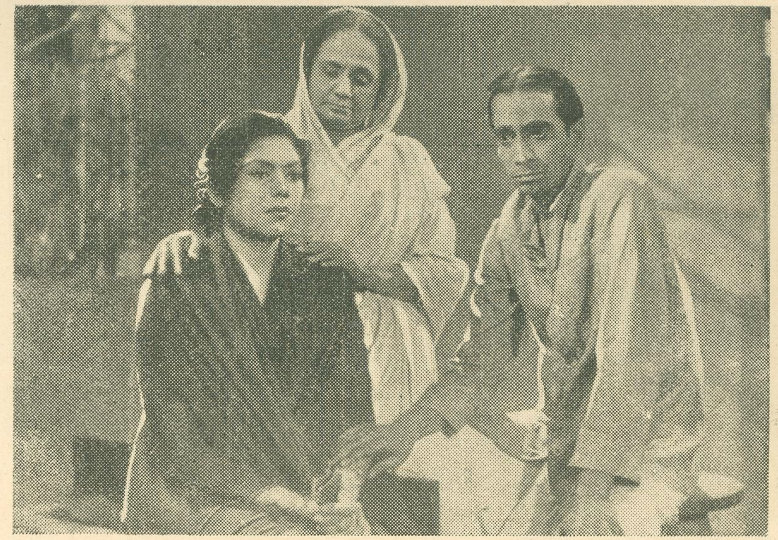

কাহিনী

এই কটা দিন আগেও মাতৃহীনা শ্রীমতীর সংসার বল্‌তে ছিল ওর বাবা। এক দুর্যোগের রাতে সেই শেষ বাঁধনটুকুকেও হারিয়ে সত্যিই শ্রীমতীর এই সংসারকে বড় বেশী ফাঁকা মনে হয়েছিল। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী নিষ্পাপ তরুণী শ্রীমতী সেদিন ভবিষ্যতের সব রঙ্গীন স্বপ্ন ভুলে গিয়ে মামার দরজায় আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এল।

কিন্তু সেই বা কদিনের জন্যে! রূপসী অনূঢ়া কন্যা মামার সংসারে দুদিনেই ভার হয়ে পড়ল—সন্ধান চল্‌ল পাত্রের। কোলকাতার ছেলে শ্যামল'কে নিয়ে মনে যেটুকু রং ধরে ছিল, শ্যামলের প্রতারণায়—সেই রং যেন সব কিছুই ঘোলাটে করে দিল। বদনাম আর গ্রাম্য শাসনে ভীত মামা একমাত্র উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পেলেন প্রতিবেশী তারকের বাড়ী। শিক্ষিত আত্মভোলা অনাথ যুবক বিমল থাকৃত তারকের কাছে; বিজ্ঞানের উপাসক—সারাদিন রাত কাটাত ল্যাবরেটারীতে গবেষণায়। এক রকম উপরোধ ও অনুরোধে পড়েই বিমল শেষ পর্যান্ত রাজী হয়ে যায় এ বিয়েতে। শ্রীমতী সংসার সাজাবার স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু এ মানুষকে নিয়ে সংসার পাতা যায় না। একথা বুঝতে শ্রীমতীর দেরী হয় না। ভাতের থালা সাজিয়ে বসে থাকে শ্রীমতী, প্রহরের পর প্রহর হয় গত, শেষ

পর্য্যন্ত কখন ঘুমিয়ে পড়ে— আত্মমগ্ন বিমল ল্যাবোরেটরীতে গভীর গবেষণায় লিপ্ত থাকে। এমনিই দিনের পর দিন, রাতের পর রাত * * *

হৃদয়ের প্রেম পাত্রে অর্ঘ্যডালি সাজিয়ে বসে থাকে শ্রীমতী—দিতে চাই, নিতে কেহ নাই। স্বামী স্ত্রীর উদ্বাহ বন্ধন বিনা প্রেমে শিথিল হয়ে পড়ে, বিজ্ঞানসেবী বিমল সে কথাও বোঝে না। যেদিন বোঝে সংসারের দিকে তাকিয়ে দেখে শুধু ফাটল ধরেনি তার সংসারে, ধ্বসে পড়েছে এর সব কিছু।

ডাঃ সেনের সঙ্গে শ্রীমতীর আলাপ হয়েছিল নার্সিং হোমে। তারপর দেখা হয়েছিল অনেকবার, অনেক নির্জন সন্ধ্যা ওরা মুখরিত করেছিল ঝিলের ধারে বসে, নিলার বুকে দাঁড়িয়ে ঘাটশিলায়। শ্রীমতীর যেন মনে হয়েছিল বৃথা হয় নি তার প্রেমের অর্ঘ্যডালি—গ্রহণ করার লোক আছে। তার অন্তরাত্মা বলেছিল! প্রাণহীন হয়ে আমি থাক্‌তে পারি না। আমি চাই প্রাণ, আমি চাই জীবন'। সেই প্রাণ আর জীবনের সন্ধানে উদভ্রান্তপ্রায় শ্রীমতী একের পর এক ধাপ কোথায় নেবে গেল।

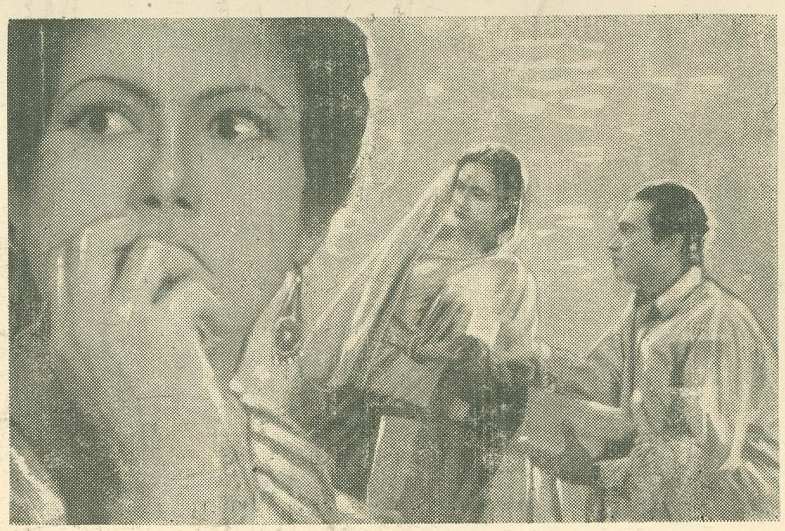

যারে আমার ময়ূর পঙ্খী যা হেলিয়া দুলিয়া
যারে তালে তালে তটে তটে তরঙ্গ তুলিয়া—
যারে আমার ময়ূর পঙ্খী যা হেলিয়া দুলিয়া
যা যেখানে ময়নামতীর দেশ
রাঙ্গা টুক্‌ টুক্‌ ঠোঁট দুটি তার
কালো কুচ কুচ কেশ
যা যেখানে ময়নামতীর দেশ
ও তার গাল দুটীতে রং ধরে কি
দুধে আলতা গুলিয়া
যা গিরিজা—গিরিজা
গিরিজা গিরিজা গিটা গিম্‌ পাম্‌পাম্‌
আমার ময়না মতীর মন পাওয়া যে দায়
গলায় দিলাম মটর মালা, মল দিলাম তার পায়॥
মনের কথা কয়না তবু · কয়না যে মন খুলিয়া।
যা হেলিয়া দুলিয়া, যাও তরঙ্গ তুলিয়া
যারে আমার ময়ূর পঙ্খী যারে
যাও তরঙ্গ তুলিয়া
যা হেলিয়া দুলিয়া—
ও গিরিজাগিরিজা গিটা
গিম্‌ পাম্‌ পাম্‌।

নাচো সুন্দরীলো, বীণা গুঞ্জরিল
যেন মঞ্জুরিল, শত আলোর কমল,
শত পূর্ণিমা চাঁদ ঝলমল—ঝলমল
যেন মঞ্জুরিল আলোর কমল
শত পূর্ণিমা চাঁদ ঝলমল ঝলমল
যেন মঞ্জুরিল শত আলোর কমল
শত পূর্ণিমা চাঁদ ঝলমল
শত পূর্ণিমা চাঁদ ঝলমল ঝলমল।

(২)

গিরিজা গিরিজা গিটা গিম্ পাম্ পাম্
গিরিজা গিরিজা গিটা গিম্ পাম্ পাম্
ওরে ও.....
গিরিজা গিরিজা গিটা গিন্ পাম্ পাম্
মারো টান, গিটা গিম্ পাম্ পাম্
কর আহলারি নাম, গিটা গিম্ পাম্ পাম্
যেন আহেনা তুফান, গিটা গিম্ পাম পাম্

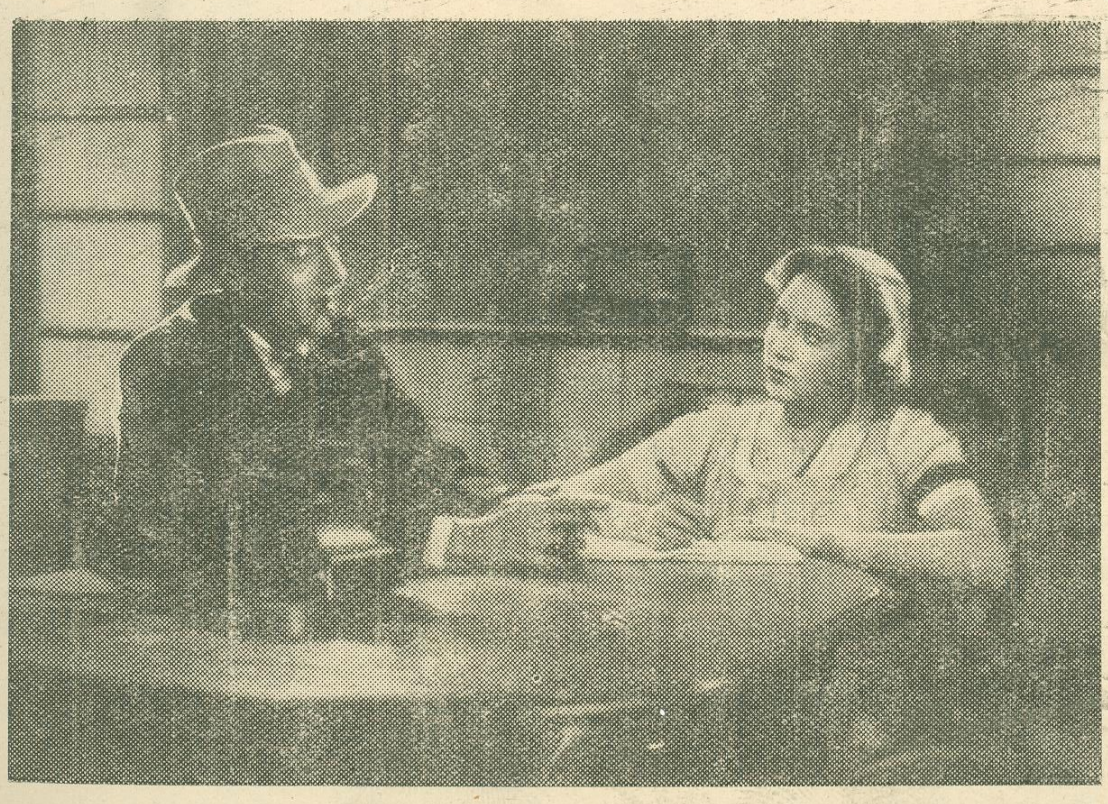

গান

(১)

শত পূর্ণিমা চাঁদ ঝলমল—ঝলমল
শত পূর্ণিমা চাঁদ ঝলমল—ঝলমল
ভাসে আনন্দে নন্দন অঙ্গন তল
ভাসে আনন্দে নন্দন অঙ্গন তল
শত পুর্ণিমা চাঁদ ঝলমল ঝলমল।
যেন কোটি চাঁদ ভেঙ্গেগড়া—আহারে—
আহা! মরি! কিরূপের বাহারে
কোটী চাঁদ ডেঙ্গে গড়া আহারে।
আহা! মরি। কিরূপের বাহারে
কোটী চাঁদ ভেঙ্গে গড়া আহারে
নাচো, নাচো, নাচো,
নাচো, নাচো, নাচো,